আল-আহযাব | Al-Ahzab | ٱلْأَحْزَاب

আয়াতঃ ৩৩ : ২৭

আরবি মূল আয়াত:

وَ اَوۡرَثَکُمۡ اَرۡضَهُمۡ وَ دِیَارَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ وَ اَرۡضًا لَّمۡ تَطَـُٔوۡهَا ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرًا ﴿٢٧﴾

অনুবাদসমূহ:

আর তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করলেন তাদের ভূমি, তাদের ঘর-বাড়ী ও তাদের ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা পদার্পণও করনি। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। — আল-বায়ান

আর তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিলেন তাদের ভূমির, তাদের ঘরবাড়ির আর তাদের ধন-সম্পদের; আর এমন এক ভূখন্ডের যেখানে তোমরা (এখনও) অভিযানই পরিচালনা করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। — তাইসিরুল

তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — মুজিবুর রহমান

And He caused you to inherit their land and their homes and their properties and a land which you have not trodden. And ever is Allah, over all things, competent. — Sahih International

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পন করনি।(১) আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১) এখানে মুসলিমদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলিমদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমন সব ভু-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই করেন। [দেখুন: ইবন কাসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(২৭) তিনি তোমাদেরকে ওদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন এক দেশের উত্তরাধিকারী করলেন[1] যেখানে তোমরা পা রাখনি। [2] আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[1] এখানে বানী কুরাইযা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যেমন পূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে, এই গোত্র নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে মুশরিক এবং অন্য ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হয়েছিল। সুতরাং আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবেমাত্র গোসল সেরেছেন এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? আমরা (ফিরিশতাদল) তো এখনো হাতিয়ার রাখিনি। চলুন, এখন বানু কুরাইযার হিসাব চুকাতে হবে। আমাকে আল্লাহ তাআলা এই জন্য আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) মুসলিমদের মাঝে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন যে, আসরের নামায ঐখানে গিয়ে পড়বে। তাদের বাসস্থান মদীনা হতে কয়েক মাইল দূরে ছিল। তারা আপন কেল্লাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বাইরে থেকে মুসলিমগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। এই অবরোধ প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। পরিশেষে তারা সা’দ বিন মুআযকে নিজেদের বিষয়ে সালিস মেনে নিল যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবেন, আমরা তা মেনে নেব। সুতরাং তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তাদের মধ্যে যোদ্ধাদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে। আর তাদের সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। নবী (সাঃ) উক্ত ফায়সালা শুনে বললেন, “আকাশের উপর আল্লাহ তাআলার ফায়সালাও এটাই।” এই ফায়সালা অনুযায়ী তাদের যোদ্ধাদের শিরশ্ছেদ করা হল এবং মদীনাকে তাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা হল। (দেখুনঃ সহীহ বুখারী, খন্দক যুদ্ধ) أَنزَلَঅর্থাৎ কেল্লা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। ظاهروهم অর্থাৎ তারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেছিল।

[2] অনেকে বলেছেন, এ স্থান থেকে উদ্দেশ্য হল খায়বার এলাকা। আহযাবের পরেই ৬ হিজরী সনে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিমরা খায়বার জয় করেন। অনেকে বলেছেন, মক্কা। অনেকে রোম বা পারস্যের এলাকা উদ্দেশ্য বলেছেন। পক্ষান্তরে অনেকের নিকট আয়াতের উদ্দেশ্য হল, ঐ সকল দেশ ও এলাকা যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমগণ জয়লাভ করবেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3560

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন